علوم القرأن وايات المتشابهات

আল-কুরআনের জ্ঞানভাণ্ডার
ও
আয়াতুল মুতাশাবিহাত

গ্রন্থনা

হাফেজ মাওলানা জাবেদ হোসাইন

উস্তাদ, আল-জামিয়াতুল ইসলামিয়া তাজুল উলুম
তাহাফ্‌ফুজে খতমে নবুওয়াত, ব্রাহ্মণবাড়িয়া
সাধারণ সম্পাদক, কওমী লেখক পরিষদ, ব্রাহ্মণবাড়িয়া।

সম্পাদনা

মুফতী মুহাম্মাদ ইব্রাহিম আজম

মহাসচিব, হুফ্‌ফাজুল কুরআন ফাউন্ডেশন বাংলাদেশ
(হিফজ শিক্ষা বোর্ড)

প্রকাশনায়

রাহনুমা প্রকাশনী ™

উৎসর্গ

হিফজ জীবনের উস্তাদগণ
যাঁরা আমার অবুঝ সময়ে পরিচর্যা
করেছেন।
ভুলগুলোকে ক্ষমার দৃষ্টিতে
দেখেছেন।
যাঁদের বাড়িতে লজিং থেকে ভাত-
পানি খেয়ে এবং আদর-যত্ন ও
সহযোগিতায় আল্লাহ তাআলা
আমাকে ইলমে দ্বীন হাসিল করার
তাওফিক দিয়েছেন।
তাঁদের সকলের দুনিয়া ও আখেরাতের
মঙ্গল কামনায় কিতাবটি উৎসর্গ
করলাম।

-এইচ এম জাবেদ হোসাইন

অর্ধশতাধিক গ্রন্থ প্রণেতা, বিশিষ্ট ইসলামী শিক্ষাবিদ ও গবেষক, জামিয়া ইসলামিয়া ইউনুছিয়া ব্রাহ্মণবাড়িয়া-এর প্রিন্সিপাল, মুহাদ্দিস ও প্রধান মুফতী

শায়খে কামেল আল্লামা মুফতী মুবারকুল্লাহ দা.বা. এর-

বাণী ও দোয়া

نحمده و نصلى على رسوله الكريم

স্নেহের হাফেজ মাওলানা জাবেদ হোসাইন সাল্লামাহু তাআলা *আল-কুরআনের জ্ঞানভাণ্ডার ও আয়াতুল মুতাশাবিহাত* নামে একটি কিতাব লিখেছেন। পুরো কিতাবটিই আমি একনজর দেখেছি। কিতাবটি সর্বসাধারণ বিশেষ করে ছাত্র-সমাজের জন্য অত্যন্ত উপকারী হবে বলে আমি আশা করছি। আয়াতুল মুতাশাবিহাত অংশটি হিফজ ছাত্রদের জন্য বিশেষ উপকারী হবে। ইনশাআল্লাহ!

আমি কিতাবটির মাকবুলিয়্যাত ও লেখকের সার্বিক সফলতা কামনা করি। আল্লাহ তুমি কবুল করো। আমীন ইয়া রাব্বাল আলামীন!

মুহা. মুবারকুল্লাহ
খাদেম
জামিয়া ইসলামিয়া ইউনুছিয়া ব্রাহ্মণবাড়িয়া

একটি আবেদন

সম্মানিত হিফজ শিক্ষকদের প্রতি একটি আহ্বান। *আল-কুরআনের জ্ঞানভাণ্ডার ও আয়াতুল মুতাশাবিহাত* বইটি সর্বস্তরের পাঠকের উপকারের জন্যই লেখা হয়েছে। তবে হিফজ শিক্ষার্থীদের জন্য বেশি উপকারী ও দরকার। এ বিষয়ের উপর লেখা বই বাজারে আরও আছে, কিন্তু এটা ব্যতিক্রম ও আকর্ষণীয়। যা পড়লেই বুঝা যাবে বলে আশা রাখি।

হিফজ শিক্ষকদের প্রতি আশা রাখছি, কিতাবটি হিফজ শিক্ষার্থীদের পড়ার ব্যাপারে যথেষ্ট গুরুত্ব প্রদান করবেন। এ ছাড়া আরেকটি আবেদন হলো, আমি দীর্ঘদিন গবেষণা করে বাংলাদেশের বহু স্কুল, হিফজ, মক্তব, কিন্ডারগার্টেন, নূরানী ও নাদিয়াসহ সকল প্রাথমিক মাদরাসার পাঠ্যপুস্তক ও মুসলমান ভাই-বোনদের জন্য নিত্য প্রয়োজনীয় প্রাথমিক দোয়া শিক্ষা *প্রাথমিক মাসআলা শিক্ষা ও প্রাথমিক তাজবীদ শিক্ষা* নামে তিনটি বই লিখেছি। যা মক্তব ও হিফজ বিভাগের জন্য গুরুত্বপূর্ণ ও পূর্ণাঙ্গ একটি সিলেবাস। এ কিতাবগুলো ইদানিং অনেকগুলো মক্তব, হিফজ ও কিন্ডারগার্টেনে পাঠ্য হিসেবে পড়ানো হচ্ছে। শুধু হিফজ বিভাগের জন্য আরও একটি বই সংযোজন করা হয়েছে— *হিফজ শিক্ষার্থীর তথ্য গাইড* নামে যা ব্যতিক্রমধর্মী নতুন আঙ্গিকে লেখা 'হিফজের দৈনিক রিপোর্ট বহি'।

তাই আমি হিফজ বিভাগের উস্তাদগণকে অনুরোধ করব বইগুলো সংগ্রহ করে কমপক্ষে প্রথম থেকে শেষ পর্যন্ত পড়ে দেখুন, আপনার প্রতিষ্ঠানে পাঠ্য করা জরুরি কিনা? বইগুলো ঢাকা বাংলাবাজারের রাহনুমা প্রকাশনী ও হাকিমুল উম্মত প্রকাশনীসহ দেশের অভিজাত লাইব্রেরিতে পাওয়া যায়। অথবা নিম্নে আমার নম্বরেও যোগাযোগ করতে পারেন।

বিনীত

এইচ এম জাবেদ হোসাইন
০১৯৩৭-৫৩০১৫৬, ০১৮১৮-৮২৭৭৪২

অধমের কিছু কথা

نحمده ونصلى على رسوله الكريم

আমার মতো নগন্যকে আল্লাহ তাআলা তাঁর কালামে পাক থেকে একটি গ্রন্থ সংকলন করার তাওফিক দিয়েছেন তাই মহান আল্লাহ রাব্বুল আলামীনের কুদরতি কদমে শুকরিয়ার সেজদা আদায় করছি।

কুরআন আল্লাহ তাআলার কথা। এটা আমাদের সংবিধান এবং নাজাতের উসিলা। আমি যখন হিফজ বিভাগের ছাত্র তখন কুরআনের মুতাশাবিহাতগুলো নিয়ে অনেক আলোচনা হতো। কারণ, হিফজের ছাত্রদের জন্য আয়াতে মুতাশাবিহাতগুলোতে সমস্যা হয় বেশি। তাই আমার অনেক সাথি ভাই একইরকম আয়াত কুরআন শরীফে কত জায়গাতে আছে, কোনটা কিভাবে আছে তা লেখা শুরু করল। তাদের দেখাদেখি আমিও লিখি এবং তাদের হিফজ ইয়াদে অনেক উপকারও হলো। হিফজের পরে এগুলোকে ফটোকপি করে অনেককে দিয়েছি।

পরে যখন আমি আয়াতে মুতাশাবিহাতের কিছু বই বাজারে দেখি তা আমার মনমতো মনে হলো না। তখন আমি কিছু কিছু লেখালেখি করি। আমার ইচ্ছা হলো হিফজ জীবনে লিখে রাখা পাণ্ডুলিপি দিয়ে আমিও একটি ব্যতিক্রম বই বের করি। ভাবলাম কিভাবে আরও ভিন্নরকম সুন্দর করা যায়, সে চিন্তা মাথায় রেখে তাফসীরে জালালাইন পড়ার সময় কুরআন বিষয়ে যত তাকরীর তথ্য এসেছে তা লিখে রাখার চেষ্টা করেছি।

পরে একদিন রাহনুমা প্রকাশনীর দায়িত্বে নিয়োজিত সালাহউদ্দীন কাউসার ভাইয়ের সাথে এ বিষয়ে আলোচনা করি। তিনি পাণ্ডুলিপি দেখাতে বললে আয়াতুল মুতাশাবিহাত অংশটুকু দেখাই। তিনি আল-কুরআনের জ্ঞানভাণ্ডার অংশসহ দেওয়ার জন্য

বললেন এবং প্রকাশকের সঙ্গে কথা বলে প্রকাশের আগ্রহ জানালেন।

আল-কুরআনের জ্ঞানভাণ্ডার ও আয়াতুল মুতাশাবিহাত গ্রন্থটি বের করতে সর্বোচ্চ সহযোগিতা করছে আমার স্নেহের ছাত্র হাফেজ, ছড়াকার, গল্পকার আমিনুল ইসলাম হুসাইনী। আল্লাহ তাআলা তাকে এর উত্তম জাযা-খায়ের দান করুন।

দ্বিতীয়ত আমার সহকর্মী একজন শিক্ষক আমাকে অনেক উৎসাহ-প্রেরণা জুগিয়েছেন বইটি তাড়াতাড়ি প্রকাশের জন্য। আর বইটি সম্পাদনা করেছেন হুফ্‌ফাজুল কুরআন ফাউন্ডেশন বাংলাদেশ এর মহাসচিব মুফতী মুহাম্মাদ ইব্রাহিম আজম।

আমার সকল ভালো কাজে যাঁরা বেশি খুশি হন—আমার পরম শ্রদ্ধেয় আম্মা-আব্বা, যাঁদের শ্রম ও নেক দুআর বরকতে আল্লাহ তাআলা দ্বীনি ইলম হাসিল করার তাওফিক দিয়েছেন।

প্রাণপ্রিয় মুরশিদ ও ইসলাহি মুরুব্বী, পিতৃতুল্য আসাতেযায়ে কেরাম, বিশেষ করে আমার উস্তাদগণ যাঁদের দিকনির্দেশনা ও তালীম-তারবিয়াতের বদৌলতে আল্লাহ আমাকে এ পর্যন্ত পৌঁছার এবং দ্বীনের সঙ্গে জুড়ে রেখেছেন—তাঁদের সবাইকে বইটি প্রকাশের মুহূর্তে শ্রদ্ধার সঙ্গে স্মরণ করছি।

পাঠকের নিকট আবেদন, কিতাবটিতে কোনো প্রকার ভুল চোখে পড়লে ভুলগুলো ক্ষমার দৃষ্টিতে দেখে আমাদের জানিয়ে দিলে কৃতজ্ঞ থাকব। পরবর্তী সংস্করণে আমরা তা শোধরে নেব, ইনশাআল্লাহ!

পরিশেষে আল্লাহ তাআলার কাছে প্রার্থনা করি তিনি যেন এ কিতাবখানাকে কবুল করেন এবং সংশ্লিষ্ট সবাইকে উত্তম বিনিময় দান করেন। আমিন!

নিবেদক

এইচ এম জাবেদ হোসাইন

পানিয়ারূপ, কসবা, ব্রাহ্মণবাড়িয়া

সূচিপত্র

প্রথম অধ্যায়
আল-কুরআনের পরিচিতি-১১
আল-কুরআনের অন্য নামসমূহ-১৩
পবিত্র কুরআনের মঞ্জিল-১৫
আল-কুরআনে বিভিন্ন বিষয়ের সংখ্যা-১৯
তেলাওয়াতে সিজদা এবং তা আদায়ের পদ্ধতি-১৮
মাক্কী ও মাদানী সূরার বৈশিষ্ট্য-২০
পবিত্র কুরআন নুযূলের সাল ও তারিখ-২২
আল-কুরআনের জ্ঞান ভাণ্ডার-২৪
আল-কুরআনের দুর্লভ তথ্যাবলি-২৭
আল-কুরআনের জানা-অজানা বিষয়-২৮
আল-কুরআনের আশ্চর্য যুগলসমূহ-৩০
আল-কুরআনের কিছু কথা-৩২
কুরআন হিফজের কিছু কথা-৩৬
ছাত্র-শিক্ষক সম্পর্ক-৩৮
শিক্ষক নির্বাচনে ছাত্রের করণীয়-৩৯
পাপকে না বলা-৪১
হিফজ মজবুত করার প্রকৃত আমল-৪৩
হিফজের প্রতি আগ্রহ সৃষ্টির উপায়-৪৫
পবিত্র কুরআন হিফজের নিয়ম-কানুন-৪৬
কিছু জরুরি মাসআলা-৪৮
আমালে কুরআন
(ধর্মীয় কল্যাণ সংক্রান্ত আমল)-৫০
পার্থিব কল্যাণ সংক্রান্ত আমল-৫২
ফাযায়েলে কুরআন-৫৩

কয়েকটি সূরার ফজিলত-৫৫
কয়েকটি আয়াতের ফযীলত-৬১
পবিত্র কুরআন তিলাওয়াতের আদবসমূহ-৬৪

দ্বিতীয় অধ্যায়

আয়াতুল মুতাশাবিহাত-৬৫
সংক্ষিপ্ত সুচি-৬৭

প্রথম অধ্যায়
আল-কুরআনের পরিচিতি

প্রশ্ন : মহাগ্রন্থ আল-কুরআনের পরিচিতি বর্ণনা করো।

উত্তর : মহাগ্রন্থ আল-কুরআন হচ্ছে সেই আসমানি কিতাব যা সর্বশেষ ও সর্বশ্রেষ্ঠ পয়গাম্বর হযরত মুহাম্মাদ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের উপর সুদীর্ঘ তেইশ বছর ব্যাপী বিভিন্ন প্রেক্ষাপটে প্রয়োজন অনুযায়ী অল্প অল্প করে নাজিল হয়েছে, মহাগ্রন্থ আল-কুরআন আসমানি গ্রন্থসমূহের মধ্যে সর্বশেষ ও সর্বশ্রেষ্ঠ গ্রন্থ।

প্রশ্ন : আল-কুরআনের রচিয়তা কে?

উত্তর : মহাগ্রন্থ আল-কুরআনের রচয়িতা হচ্ছেন স্বয়ং আল্লাহ সুবহানাহু ওয়া তাআলা।

প্রশ্ন : কুরআন সকল প্রকার সন্দেহ মুক্ত এর প্রমাণ কী?

উত্তর : কুরআন যে চিরন্তন সত্য এর অন্যতম প্রমাণ হচ্ছে সূচনা থেকে আজ অবধি এটি পরিপূর্ণ অবিকৃত অবস্থায় আছে এবং কিয়ামত পর্যন্ত থাকবে, এ প্রসঙ্গে মহান আল্লাহর বাণীর :

ذَٰلِكَ الْكِتَابُ لَا رَيْبَ فِيْهِ

অর্থ : ইহা এমন কিতাব যাতে বিন্দুমাত্রও সন্দেহ নেই।

অতএব, মহাগ্রন্থ আল-কুরআন ধ্রুব সত্য ও সন্দেহাতীত।

প্রশ্ন : আল-কুরআনের শাব্দিক অর্থ কী?

উত্তর : পঠিত। যাকে পড়া হয়েছে। মহাপাঠ্য গ্রন্থ।

প্রশ্ন : আল-কুরআন কি হেদায়াতের উৎস—ব্যাখ্যা করুন?

উত্তর : মহাগ্রন্থ আল-কুরআন হেদায়াতের চিরন্তন উৎস। এটি মুত্তাকীদের জন্য পথ প্রদর্শক বা হেদায়াত। মহান আল্লাহর বাণী :

هُدًى لِّلْمُتَّقِيْنَ

অর্থ : মুত্তাকীদের জন্য পথ প্রদর্শক।

তাই বলা যায় কুরআন মানুষের জন্য হেদায়াত ও পথ প্রদর্শক, যেন মানুষ দ্বীন ও দুনিয়া এবং আখিরাতের সফলতা অর্জন করতে পারে।

প্রশ্ন : পবিত্র কুরআনের আলোচ্য বিষয় কী?

উত্তর : আলোচ্য বিষয় হলো—মানবজাতি। কেননা মানব জাতির প্রকৃত কল্যাণ ও অকল্যাণের সঠিক পরিচয়ই কুরআনে দান করা হয়েছে।

প্রশ্ন : পবিত্র কুরআনের উদ্দেশ্য কী? বর্ণনা করুন।

উত্তর : পবিত্র কুরআনের উদ্দেশ্য দু'ভাবে বর্ণনা করা যায় :

এক. মানবজাতিকে আল্লাহ প্রদত্ত জীবনব্যবস্থার দিকে পথ প্রদর্শন—যেন দুনিয়ায় নিজেদের জীবনকে কল্যাণময় করতে পারে এবং পরকালেও শান্তিময় জীবনের অধিকারী হতে পারে।

দুই. পূর্ববর্তী প্রত্যাদেশসমূহের রক্ষণাবেক্ষণ ও শাশ্বিত সত্যকে পুনরুদ্ধার করা। মানবীয় বিবেককে সচেতন ও মানবীয় বিত্তকে আলোকিত করা।

প্রশ্ন : পবিত্র কুরআন গদ্যে না পদ্যে রচিত?

উত্তর : পবিত্র কুরআন গদ্যও নয় পদ্যও নয়, বরং তা হচ্ছে এক অতুলনীয় ঐশী বাণী, যা ভাষার সৌষ্ঠব ধ্বনির ব্যঞ্জনা, বাক্য বিন্যাসের সরসতায় এক অন্য গদ্য সৃজন, যে রচনারীতি ক্লাসিক্যাল আরবী হিসেবে খ্যাত—তার শ্রেষ্ঠ নিদর্শন হলো পবিত্র কুরআন।

প্রশ্ন : পবিত্র কুরআনের আয়াতগুলো প্রধানত কত প্রকার?

উত্তর : পবিত্র কুরআনের আয়াতগুলো প্রধানত দু'প্রকার যথা :

১। مُحْكَمَاتٌ (নিদের্শমূলক) ২। مُتَشَابِهَاتٍ (সন্দেহমূলক)

প্রশ্ন : পবিত্র কুরআনের আসল বুনিয়াদি আয়াত কী?

উত্তর : নির্দেশমূলক।

আল-কুরআনের অন্য নামসমূহ

প্রশ্ন : আল্লামা জালাল উদ্দীন সুয়ুতী (রহ.) পবিত্র কুরআনুল কারীমের কতটি নাম বর্ণনা করেছেন?

উত্তর : ৫৫টি।

প্রশ্ন : তন্মধ্যে উল্লেখযোগ্য কয়েকটি নাম কী?

উত্তর : উল্লেখযোগ্য কয়েকটি নাম হচ্ছে-

১। الكتاب (আল-কিতাব) = স্বয়ংসম্পূর্ণ গ্রন্থ।

২। الفرقان (আল-ফুরক্বান) = সত্য-মিথ্যার পার্থক্যকারী।

৩। الكريم (আল-কারীম) = সম্মানিত।

৪। كلام الله (কালামুল্লাহ) = আল্লাহর বাণী।

৫। الهدى (আল-হুদা) = পথ প্রদর্শক।

৬। النور (আন-নূর) = আলোক বর্তিকা।

৭। الشفاء (আশ-শিফা) = আরোগ্য দাতা।

৮। الموعظة (আল-মাওয়িযাহ) = উপদেশ।

৯। الحكيم (আল-হাকীম) = প্রজ্ঞাময়।

১০। الروح (আর-রুহ) = আত্মা।

১১। الذكر (আয-যিকর) = স্মারক।

১২। الصراط (আস-সিরাত)	=	পথ।
১৩। التنزيل (আত-তানযীল)	=	প্রত্যাদেশ।
১৪। الحق (আল-হক)	=	সত্য।
১৫। العلم (আল-ইলমু)	=	জ্ঞান।
১৬। الحبل (আল-হাবলু)	=	রশি।
১৭। الامر (আল-আমর)	=	আদেশ।
১৮। المبين (আল-মুবিন)	=	প্রকাশ্যমান।
১৯। الرحمة (আর-রহমত)	=	দয়া, করুণা।
২০। الوحى (আল-অহী)	=	প্রত্যাদেশ।
২১। البشير (আল-বাশীর)	=	সুসংবাদ দাতা।
২২। النذير (আন-নাজীর)	=	ভয় প্রদর্শনকারী।
২৩। العزيز (আল-আযীয)	=	মহা পরাক্রমশালী।
২৪। القول (আল-কাওলু)	=	কথা।
২৫। المكرمة (আল-মুকাররামা)	=	সম্মানিত।